DHAKA PROBE

সত্যের সাথে, সত্যের পথে

সংবাদপত্র সংস্করণ (PDF) □ তৈরি: 13 Nov 2026, 03:55 PM

মতামত

জাতিসংঘের মহাসচিব নির্বাচনে স্থায়ী পাঁচ শক্তির সমর্থন এখনো অনিশ্চিত

প্রতিবেদক: বিশেষ প্রতিনিধি: সঞ্জয় মজুমদার
প্রকাশের তারিখ: বৃহস্পতিবার, ২২ অক্টোবর ২০২৬, ১২:৩০ PM



জাতিসংঘের পরবর্তী মহাসচিব নির্বাচন নিয়ে এখনো ঐকমত্য তৈরি হয়নি। ১৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিত নিরাপত্তা পরিষদের অনানুষ্ঠানিক ভোটে সাত প্রার্থীর কেউই পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্যের সবার সমর্থন পাননি। ফলে নতুন প্রার্থীর জন্যও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসার সুযোগ রয়েছে।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের (এপি) প্রতিবেদন অনুযায়ী, নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্য হলো যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স। দেশগুলোর প্রত্যেকেরই ভেটো ক্ষমতা রয়েছে। ফলে কোনো প্রার্থী অন্য সদস্যদের সমর্থন পেলেও স্থায়ী সদস্যদের যেকোনো একটির বিরোধিতা তাঁর নির্বাচিত হওয়ার পথে বাধা হতে পারে।

১৬ অক্টোবরের অনানুষ্ঠানিক ভোটে কোস্টারিকার রেবেকা গ্রিনস্প্যান সবচেয়ে বেশি, নয়টি □সমর্থনসূচক□ ভোট পান। আর্জেন্টিনার রাফায়েল গ্রোসি এবং গায়ানার ক্যারোলিন রদ্রিগেস-বির্কেটও আলোচনায় থাকা প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন। তবে এই ভোট চূড়ান্ত নির্বাচন নয়। এর মাধ্যমে প্রার্থীদের বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের অবস্থান বোঝার চেষ্টা করা হয়।

এপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শীর্ষ তিন প্রার্থীর প্রত্যেকেই পাঁচ স্থায়ী সদস্যের ভোট আলাদা করে চিহ্নিত করা গোপন ব্যালটে দুটি করে □নিরুৎসাহিত□ ভোট পেয়েছেন। অর্থাৎ, প্রার্থীদের পক্ষে সমর্থন থাকলেও স্থায়ী সদস্যদের মধ্যে এখনো পূর্ণ ঐকমত্য নেই।

জাতিসংঘের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী, মহাসচিব নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে পর্যায়ক্রমে পদটি বণ্টনের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়। এবার লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের প্রার্থীদের প্রতি আগ্রহ রয়েছে। একই সঙ্গে প্রথমবারের মতো একজন নারীকে জাতিসংঘের মহাসচিব করার দাবিও আলোচনায় রয়েছে। তবে এসব বিবেচনা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের বিকল্প নয়।

বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছে। রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকট মোকাবিলা, জলবায়ু অর্থায়ন, উন্নয়ন সহযোগিতা এবং বহুপক্ষীয় কূটনীতিও বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অগ্রাধিকারের অংশ।

নতুন মহাসচিবের নেতৃত্বে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রম, সংকট মোকাবিলা, মানবিক সহায়তা এবং সদস্যরাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সমন্বয়ের ধরন বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। তবে নির্বাচনের বর্তমান পর্যায়ে কোনো নির্দিষ্ট প্রার্থী বাংলাদেশের স্বার্থে কী ধরনের নীতি নেবেন, তা নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না।

জাতিসংঘের মহাসচিব নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রথমে নিরাপত্তা পরিষদ একজন প্রার্থীকে সুপারিশ করে। এরপর সাধারণ পরিষদ তাঁকে নিয়োগ দেয়। ফলে প্রার্থীদের প্রতি সমর্থন, স্থায়ী সদস্যদের অবস্থান এবং আনুষ্ঠানিক নির্বাচনী প্রক্রিয়ার অগ্রগতি বাংলাদেশের জন্যও পর্যবেক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ।

এ বিভাগের আরও খবর



ভয়াল ১২ নভেম্বর: পটুয়াখালীতে প্রাণহানি ৪৭ হাজার, কলাপাড়ায় ৪ হাজার ৬০৯
১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর। বঙ্গোপসাগর থেকে ধেয়ে আসা ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে মুহূর্তেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের দক...



গঙ্গার পানি চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে ডিসেম্বরে, নতুন সমঝোতায় চ্যালেঞ্জ কী

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তির মেয়াদ আগামী ১২ ডিসেম্বর শেষ হচ্ছে। এর আগেই নতুন চুক্তি করতে চায় ঢাকা। পানিসম্পদমন্ত্রী শহী...



ইথিওপিয়াইরিত্রিয়া উত্তেজনা বাড়ছে: তিগ্রাই সংঘাত কি হর্ন অব আফ্রিকায় বড় যুদ্ধে রূপ নিতে পারে?

ইথিওপিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় তিগ্রাইয়ে নতুন করে সংঘাত ছড়িয়ে পড়েছে। এর মধ্যে ইথিওপিয়া ও ইরিত্রিয়ার সামরিক ও কূটনৈতিক উত্তেজনাও বেড়েছে। ৭ অক্টোবর তি...



ইথিওপিয়াইরিত্রিয়া উত্তেজনার মধ্যে চার দেশের সম্মেলন: হর্ন অব আফ্রিকায় নতুন মেরুকরণ?

ইথিওপিয়ার উত্তরাঞ্চলে নতুন করে সংঘাত শুরু হয়েছে। একই সঙ্গে ইথিওপিয়া ও ইরিত্রিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্কেরও অবনতি হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে মিশরের নিউ...

Copyright Dhaka Probe

অনলাইন সংস্করণ পড়তে ভিজিট করুন: https://dhakaprobe.com/opinion/jatisnggher-mhaschib-nirbachne-sthayi-panch-shktir-smrthn-ekhno-onishchit